কালের কণ্ঠ

তারিখ . . 03 .NOV.. 2015. ...
পৃষ্ঠা ..৭.. ... কলাম...১-৬......

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অনশন

চতুর্থ দিনে অসুস্থ ৬৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চার দিন ধরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নন-এমপিও শিক্ষকরা অনশন করলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের কেউ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তবে শিক্ষকরা তাঁদের অনশন চালিয়ে যাবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গতকাল সোমবার চতুর্থ দিনে ৬৩ জন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের নেতারা জানিয়েছেন। এর মধ্যে সাতজন স্যালাইন নিয়ে অনশনস্থলেই সারা দিন কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এমপিওভুক্তির দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ কামনা করেছেন।

গতকাল অনশন কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশিস) সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম রনি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বিটিএ) নেতা মো. আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমুখ। বক্তারা সচিবালয়ের অনতি দূরে অনশনরত শিক্ষকদের শিক্ষামন্ত্রী দেখতে না আসায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মেনে তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ এশারত আলী বলেন, 'কয়েক দিনের আন্দোলন সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। শিক্ষক-কর্মচারীরা বছরের পর বছর বিনা বেতনে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে একবারে মরাকে শ্রেয় মনে করছেন। তাই আমাদের অনশন অব্যাহত থাকবে। আমরা যেকোনোভাবেই হোক, প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চাই। তিনিই আমাদের এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারেন।'

অনশনরত শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তাঁরা এখন নিরুপায়। কোনো উপায় না পেয়ে অনশন কর্মসূচির পথ বেছে নিয়েছেন। গত শুক্রবার থেকে ফুটপাতে দিনরাত অতিবাহিত হচ্ছে। রাতে হোটেলে থাকার টাকা নেই বলে প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায়ই থাকতে হচ্ছে। এক শিক্ষক বলেন, 'কলা-রুটি ছাড়া অন্য কোনো খাবারও জোগাড় করার সামর্থ্য আমাদের নেই। বাড়িতে ফিরে গেলেও একই অবস্থা। তাই যা হয় রাজধানীতে হবে। আমরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় ঢাকা ছাড়ব না।'